www.banglainternet.com

represents

KAZI NAZRUL ISLAM

BONOGEETI

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলা-বিদ্
আমার গানের ওস্তাদ
জমীরউদ্দিন খান সাহেবের
দস্ত্ মোবারকে –

তুমি বাদশাহ্ গানের তখ্তে তখ্ত্ নশীন্,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজ্নু প্রেম-রঙ্গিন।
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল-গীতি,
বিহগ-কাকলি, গন্ধর্ব্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার,
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার।
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখির মত
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা-রত ॥
বীণার বেদনা বেণুর আকুতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার, সুখী ব্যথায় ঝুরে।
সুর-শা'জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর 'বন-গীতি' নজ্রানা দিয়া দস্ত্ চুমি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন
১৩৩৯

নজ্রুল্ ইস্লাম

বাংলাইন্টারনেট.কম

সূচিপত্র

ভালোবাসার ছলে আমায়
কে নিবি ফুল্ল কে নিবি ফুল
পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া
যায় দুলে দুলে এলোচুলে
যমুনা-সিনানে চলে
নদীর নাম সই অঞ্জনা
আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন
পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে
কোকিল, সাধিলি কি বাদ
পান্‌সে জোছ্‌নাতে কে
ঝল্‌মল্ জরিন্ বেণী
কোন্ বন হতে করেছ চুরি
নিশীথ হয়ে আসে ভোর
কেমনে কহি প্রিয়
নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
প্রিয় যাই যাই বলো না
ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী
রুমু রুম্ ঝুম্
পদ্মদিঘির ধারে ঐ
দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে এলে মোর চির-চেনা অতিথি
দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার
এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে
হে বিধাতা ! দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে
পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়
বলো না বলো না ওলো সই
মরম-কথা গেল সই মরমে মরে

বাংলাইন্টারনেট.কম

চল মন আনন্দ ধাম
এস হৃদি-রাস-মন্দিরে এস
আমার সকলি হরেছ হরি
যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলী সখি বাজিল
কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু
কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
কেঁদে যায় দখিণ হাওয়া
মেরো না আমারে আর নয়ন-বাণে
হেলে দুলে নীর-ভরণে ও কে যায়
বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলি যুথী বেলি
ও দুখের বন্ধুরে, ছেড়ে কোথায় গেলি
আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
তুমি ফুল আমি সুতো
মন নিয়ে আমি লুকোচুরি-খেলা খেলি প্রিয়ে
ভালোবাসায় বাঁধব বাসা
মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে
চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়
দেখে যা তোরা নদীয়ায়
কালা এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা
জবাকুসুম-সঙ্কাশ ঐ অরুণোদয়
মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোঠ-চারী
আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী
রোদনে তোর বোধন বাজে
তুমি দুখের বেশে এলে বলে
ওহে রাখাল রাজ !
ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু
আর লুকাবি কোথায় মা কালী
আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল
ও মা ফিরে এলে কানাই মোদের
পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশি
ও মন চল অকূল পানে

এস মুরলীধারী বৃন্দাবন-চারী
নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে
হে গোবিন্দ ও অরবিন্দ
ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার
রাখ রাখ রাঙা পায়
মোরে সেই রূপে দেখা দাও হে হরি
হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি
রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন-পতি
প্রণমি তোমায় বন-দেবতা

গ্রন্থপরিচয়
জীবনপঞ্জি
গ্রন্থপঞ্জি

বাংলাইন্টারনেট.কম

তিলক-কামোদ – রূপক

ভালোবাসার ছলে আমায়
তোমার নামে গান গাওয়ালে।
চাঁদের মতন সুদূর থেকে
সাগরে মোর দোল খাওয়ালে ॥

কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে
উ'ড়ে গেলে গানের পাখী,
যুগে যুগে আমায় তুমি
এম্‌নি ক'রে পথ চাওয়ালে ॥

আঁকি তোমার কতই ছবি
তোমায় কতই নামে ডাকি,
পালিয়ে বেড়াও, তাই ত তোমায়
রেখার সুরে ধ'রে রাখি।

মানসী মোর। কোথায় কবে
আমার ঘরের বধূ হবে,
লোক হ'তে গো লোকান্তরে
সেই আশে তরী বাওয়ালে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

২

তিলক-খাম্বাজ মিশ্র — তাল ফেরতা

কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল।
টগর যুঁথি বেলা মালতী
চাঁপা গোলাব বকুল।
নার্গিস ইরাণী গুল্ ॥

আমার যৌবন-বাগানে
হাওয়া লেগেছে ফুল জাগা'নে,
চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ি,
খু'লে পড়ে এলো চুল ॥
তবু মন আকুল, আঁখি ঢুলু ঢুল ॥

ফুটেছে এত ফুল, ফুল-মালি কই,
গাঁথিবে মালা ক'বে সেই আশে রই,
সে মালা দিব কারে ভেবে সারা হই,
সহিতে পারি না এ ফুল-ঝামেলা
চামেলা পারুল ॥

৩

কানাড়া মিশ্র — কাওয়ালি

পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
আমার বুকের হারামণি।
গানের প্রদীপ জ্বেলে তারেই
খুঁজে ফিরি দিন-রজনী ॥

সে ছিল গো মধ্যমণি
আমার মনের মণি-মঞ্জায়,
রেখেছিলাম লুকিয়ে তায়
মাণিক যেমন রাখে ফণী ॥

স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিয়ে সে মোর
এসেছিল দগ্ধ বুকে,
অসীম আঁধার হাত্'ড়ে ফিরি
খুঁজি তারি রূপ লাবণী ॥

হারিয়ে যে যায় হায় কেন সে
যায় হারিয়ে চিরতরে,
মিলন-বেলাভূমে বাজে
বিরহেরই রোদন-ধ্বনি ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৪

কাজরী – কার্ফা

সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।
নামিল মেঘ্‌লা মোর বাদরিয়া ॥
চল কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া
চল লো গোরী শ্যামলিয়া ॥

বাদল-পরীরা নাচে গগন-আঙিনায়,
ঝমাঝম্ বৃষ্টি-নূপুর পায়
শোনো ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়।
এ হিয়া মেঘ হেরিয়া ওঠে মাতিয়া ॥

মেঘ-বেণীতে বেঁধে বিজলী-জরীণ্ ফিতা
গাহিব দু'লে দু'লে শাওন-গীতি কবিতা,
শুনিব বঁধুর বাঁশী বন-হরিণী চকিতা,
দয়িত-বুকে হব বাদল-রাতে দয়িতা।
পর মেঘ-নীল শাড়ি ধানী-রঙের চুনরিয়া,
কাজলে মাজি' লহ আঁখিয়া ॥

৫

কাফি – ঝাঁপতাল

যায় ঢু'লে ঢু'লে এলোচুলে
কে বিষাদিনী।
তার চোখে চেয়ে ম্লান হয়ে
যায় গো চাঁদিনী ॥

তার সোনার অঙ্গ অনাদরে
হয়েছে কালি,
হায় ধূলায় লুটায় নবীন যৌবন
ফুলের ডালি,
কোন্ মদির আঁখির খেয়েছে তীর
বন-হরিণী ॥

তার চটুল চরণ নাচ্‌ত যেন
নোটন্-কপোতী,
মরুর বুকে ফুল ফোটাত
তার দোদুল গতি,
আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের
মৃদুল্ তটিনী ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

যমুনা-সিনানে চলে
তন্বী মরাল-গামিনী।
লুটায়ে লুটায়ে পড়ে
পায়ে বকুল কামিনী ॥

মধু বায়ে অঞ্চল
দোলে অতি চঞ্চল,
কালো কেশে আলো মেখে
খেলিছে মেঘ দামিনী ॥

তাহারি পরশ চাহি'
তটিনী চলেছে বাহি',
তনুর তীর্থে তারি
আসে দিবা ও যামিনী ॥

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী ॥

সেদিন ভুলভে গেলাম
দুপুর বেলা
কলমী শাক ঢোলা ঢোলা
হ'ল না আর সখি লো শাক তোলা,
আমার মনে পড়িল সখি,
ঢলঢল তার চটুল আঁখি,
ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো বুকের তলা।

ঘরে ফেরার পথে দেখি,
নীল শালুক সুঁদি ওকি ফু'টে আছে
ঝিলের গহীন জলে।
আমার অমনি পড়িল মনে
সেই ডাগর আঁখি লো,
ঝিলের জলে চোখের জলে
হলো মাখামাখি ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন
দীল্ ওঁহি মেরা ফঁস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীণ্ ফিতায়
আঙ্কা এশ্‌ক মেরা কস্ গয়ি ॥

তোমার কেশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহুশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ্‌মে
বাজু বন্দমে বস্ গয়ি ॥

কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া
আঁখ ফেরা দিয়া চোরা কর্ নিদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নেহিঁ উয়ো ওয়াপস্ গয়ি ॥

পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে।
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশী ফেলে ॥

কভু সাঁঝ গগনে উদাস মনে
চাহিয়া হেরে গো কারে,
হেরে তারার উদয়, কভু চেয়ে রয়
সুদূর বন-কিনারে।
হেরে সাঁঝের পাখী ফিরে গো যখন
নীড়ের পানে পাখা মেলে ॥

তার ধেনু ফিরে যায় গ্রামের পানে
আন্‌মনে সে বসিয়া থাকে,
ঐ সন্ধ্যাতারার দীপ যে জ্বালায়
সে যেন কোথায় দেখেছে তাকে।
তার নূপুর লুটায় পথের ধুলায়
সে ফিরে নাহি চায় কাহারে খোঁজে,
দূর চাঁদের ভেলায় মেঘ-পরী যায়
সে যেন তাহার ইশারা বোঝে।
সে চির-উদাসী পথে ফেরে হায়
সকল সুখে আগুন জ্বেলে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

১০

পিলু-বারোঁয়া – আদ্ধা কাওয়ালি

কোকিল, সাধিলি কি বাদ।
নিশি অবসান হ'ল
না মিটিতে সাধ ॥

মিলনের মোহ কেন,
ডাকিয়া ভাঙিলি হেন,
তুই রে সতিনী যেন
চন্দ্রাবলীর ফাঁদ ॥

সারা নিশি অভিমানে
চাহিনি শ্যামের পানে,
জেগে দেখি কুহু-তানে –
নাহি শ্যাম চাঁদ ॥

ননদিনী কুটিলা' কি
পাঠায়েছে তোরে পাখী,
সুখের বাসরে ডাকি'
আনিলি বিষাদ ॥

১১

গজল

পিলু খাম্বাজ মিশ্র – দাদ্রা

পান্সে' জোছ্নাতে কে চল গো পান্সী বেয়ে।
ঢেউএর তালে তালে বাঁশীতে গজল গেয়ে ॥
মেঘের ফাঁকে ফোটে বাঁকা শশীর চিকণ হাসি,
উজান বেয়ে চল তুমি কি তার চোখে চেয়ে ॥

ও-পারে লুকায়ে আঁধার গভীর ঘন বন-ছায়,
আকাশে হেলান দিয়ে আলসে পাহাড় ঘুমায়।
ঘুমায়ে দূরে সে কোন্ গ্রাম বাসরে পল্লী-বধূর প্রায়;
ও-পারে ধু ধু বালুচর যেন নদীর আঁচল লুটায়।
ছাড়ি' এ সুখ-বাস চলেছ কোথায় গো নেয়ে ॥

নদীর দু'তীরে টানে বেতস-লতা উত্তরীয়,
চমকি' উঠি' চখী ডাকে মুহু মুহু "কিও!"
চকোরী চাঁদে ভুলি' চাহে তব মুখ পানে,
কেঁদে পাপিয়া শুধায়, "পিউ কাঁহা, কাঁহা পিও।"
তুমি যাও আপন-বিভোল স্বপনে নয়ন ছেয়ে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

১২

ঝাড় – কার্ফা

ঝল্‌মল্ জরীন্ বেণী
দুলায়ে প্রিয়া কি এলে।
সজল শাওন-মেঘে
কাজল নয়ন মেলে ॥
কেয়া ফুলের পরিমল
ঝু'রে[৯] মরে তোমার পথে,
হেরি দীঘল্ তব তনু
তাল পিয়াল তরু পড়ে হে'লে ॥
পরিবে বলিয়া খোঁপায়
ঝুরিছে বকুল চাঁপা,
তোমারে খুঁজিছে আকাশ
চাঁদের প্রদীপ জ্বেলে ॥
তোমারি লাবণী প্রিয়া
ঝরিছে শ্যামল মেঘে,
ফুটালে ফুল মরুভূমে
চঞ্চল চরণ ফেলে ॥

১৩

গজল

জংলা – কার্ফা

কোন বন হ'তে করেছ চুরি হরিণ-আঁখি (গো ঐ)।
যেন আননে বেঁধেছ বাসা কানন-পাখী (ভীরু)
চুরি করা ঐ নয়ন কি তাই ভয় এত চোখে।
নীল সাগর বলে, ডাগর ও চোখ আমারি নাকি ॥

চিরকালের বিজয়িনী ও উজল নয়নে,
(তুমি) দু'ধারী তলোয়ার রেখেছ জহর মাখি' ॥

পুড়িল মদন তোমারি ঐ চোখের দাহে,
সে গেছে তোমার ঐ চোখে তার ফুল-বাণ[১০] রাখি' ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

গজল

ভৈরবী মিশ্র – কার্ফা

নিশীথ হয়ে আসে ভোর
বিদায় দেহ প্রিয় মোর।
রজনীগন্ধার বনে হের
গুঞ্জরিছে ভ্রমর।
হের ঐ তন্দ্রা-ঢুলুঢুল্
জড়ায়ে হাতে এলো চুল,
বধূ যায় সিনান-ঘাটে
পথে লুটায় বসন আকুল।
খোল খোল বাহুর মালা,
মোছ মোছ প্রিয়া আঁখি।
শোন কুঞ্জ-দ্বারে তব কুহু
মুহু মুহু ওঠে ডাকি' ॥

হের লো, শিয়রে তব
প্রদীপ হয়ে এল ম্লান,
দাঁড়াল রাঙা উষা ঐ
রঙের সাগরে করি' স্নান।
আকাশ-অলিন্দে কাঁদে
পাণ্ডুর-কপোল শশী,
শুকতারা নিবু-নিবু ঐ
মলয়া ওঠে উছসি'।
কাঁদে রাতের আঁধার
মোর বুকে মুখ রাখি' ॥[১১]

পিলু-খাম্বাজ – কার্ফা

কেমনে কহি প্রিয়
কি ব্যথা প্রাণে বাজে।
কহিতে গিয়ে কেন
ফিরিয়া আসি লাজে ॥

শরমে মরমে ম'রে
গেল বন-ফুল ঝ'রে
ভীরু মোর ভালবাসা
শুকাল মনের মাঝে ॥

আগুন লুকায়ে বুকে
জ্বলিয়া মরি যে দুখে,
ভুলিয়া রয়েছ সুখে,
তুমি ত আপন কাজে ॥

আজিকে বারার আগে
নিলাজ অনুরাগে
ধরিতে যে সাধ জাগে
হৃদয়ে হৃদয়-রাজে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

নমঃ নমঃ নমো — বাঙলা দেশ মম
চির-মনোরম — চির-মধুর।
বুকে নিরবধি — বহে শত নদী
চরণে জলধির — বাজে নূপুর ॥

শিয়রে গিরি-রাজ — হিমালয় প্রহরী
আশিস্[১২]-মেঘবারি — সদা তার পড়ে[১৩] ঝরি',
যেন উমার চেয়ে — এ আদরিণী মেয়ে,
ওড়ে আকাশ ছেয়ে — মেঘ চিকুর ॥

গ্রীষ্মে নাচে যামা — কাল-বোশেখী ঝড়ে,
সহসা বরষাতে — কাঁদিয়া ভেঙে পড়ে[১৪],
শরতে হেসে চলে — শেফালিকা[১৫]-তলে
গাহিয়া আগমনী- — গীতি বিধুর ॥

হরিত অঞ্চল — হেমন্তে দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে — শিশির-ভেজা পায়ে,
শীতের অলস বেলা — পাতা ঝরার[১৬] খেলা
ফাগুনে পরে — সাজ ফুল-বধূর ॥

এই দেশের মাটি — জল ও ফুলে ফলে,
যে রস যে সুধা — নাহি ভূমণ্ডলে,
এই মায়ের বুকে — হেসে খেলে সুখে
ঘুমাব এই বুকে — স্বপ্নাতুর ॥

প্রিয় — যাই যাই বলো না,
না না না।
আর — ক'রো না ছলনা,
না না না ॥

আজো — মুকুলিকা মোর হিয়া মাঝে
না-বলা কত কথা বাজে,
অভিমানে লাজে বলা যে হ'ল না ॥

কেন — শরমে বাধিল কে জানে,
আঁখি — তুলিতে নারিনু আঁখি পানে।
প্রথম — প্রণয়-ভীরু কিশোরী
যত — অনুরাগ তত লাজে মরি,
এত — আশা সাধ চরণে দ'লো না ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

১৮

স্বদেশী গান

ভোল সাজ ভোল গ্লানি জননী
মুক্ত আলোকে জাগো।
কবে সে ঘুমালি মরণ-ঘুমে মা
আর জাগিলি না গো ॥

চরণে[১৭] কাঁদে মা তেমনি জলধি,
বক্ষ আঁকড়ি[১৭] কাঁদে নদ নদী,
ত্রিশ কোটি সন্তান নিরবধি
কাঁদে আর ডাকে মা গো ॥

শূন্য দেউল বন্ধ আরতি,
কাঁদিছে পূজারী, নাহি মা মুরতি[১৭],
পূজার কুসুম চন্দন যায়
আঁখি-জলে — ভাসিয়া মা গো ॥

যে তিতিক্ষা যে শিক্ষা লয়ে,
অতীতে[১৭] ছিলি মা রাজরাণী হয়ে,
ল'য়ে সে মহিমা পুনঃ নির্ভয়ে
বিশ্ব-বুকে দাঁড়া গো ॥

বিশ্বের এই খল কোলাহলে
তুই আয় কল্যাণ-দীপ জ্বেলে,
বিরোধের শেষে তুই শান্তি মা
মৃত্যুশেষে সুধা গো ॥

১৯

বেহাগ — খাম্বাজ

রুমু রুম্ ঝুম্
রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।
তালে তালে দোদুল দোলে
নাচের নেশায় চুর ॥

চঞ্চল বায়ে আঁচল উড়ায়ে
চপল পায়ে, ও কে যায়
নটিনী কল-তটিনীর প্রায়,
চিনি বিদেশিনী চিনি গো তায়,
শুনি ছন্দ তারি এ হিয়া ভরপুর ॥

নাচন শিখালে ময়ূর মরালে,
মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে,
বন-মৃগের মন হেসে ভুলালে,
ডাগর আঁখির নাচে সাগর দুলালে ;
গিরী-দরী বনে গো
দোল লাগে নাচনের
শুনে তার সুর ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

পদ্মদীঘির ধারে ঐ
সখি লো কমল-দীঘির ধারে।
জল নিতে যাই
সকাল সাঁঝে সই,
সখি, ছল ক'রে সে মাছ ধরে
আর চায় সে বারেবারে ॥

মাছ ধরে সে, বড়শী আমার
বুকে এসে বেঁধে,
ওলো সই বুকে এসে বেঁধে,
আর, চোখের জলে কলসী আমার সই
আমি ভরাই কেঁদে কেঁদে
সই দেখি যত তারে ॥

ছিপ নিয়ে যায় মাছ জলে তা'র
তাকায় না তার পানে,
মন ধরে না – মীন ধরে সে
সখি লো সেই জানে।
মন-ভিখারি মীন-শিকারী
মুখের পানে চায়,
সখি লো চোখের পানে চায়,
আমি বড়শী-বেঁধা মাছের মত গো
সখি, ছুটিয়া মরি হায় অকূল পাথারে ॥

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর।
এত দিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর ॥

জীবনে যারে চাহনি
ঘুমাইতে দাও তাহারে,
মরণ-পারে ভেঙো না
ভেঙো না তাহার ঘুম-ঘোর ॥

দিতে এসে ফুল কেঁদো না প্রিয়
মোর সমাধি-পাশে,
ঝরিল যে ফুল অনাদরে হায় –
নয়ন-জলে বাঁচিবে না সে।
সমাধি-পাষাণ নহে গো
তোমার সমান কঠোর ॥

কত আশা সাধ মিশে যায় মাটির সনে,
মুকুলে ঝরে কত ফুল কীটের দহনে।
কেন অ-সময়ে আসিলে,
ফিরে যাও,
মোছ আঁখি-লোর ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

২২

বেহাগ-মান্দ – কার্ফা

কে এলে মোর চির-চেনা
অতিথি দ্বারে মম।
ফুলের বুকে মধুর মত
পরাগে সুবাস সম ॥

বর্ষা-শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জ্যোৎস্না-ধারায় নিখিল ভুবন
ছাইয়া অনুপম ॥

হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে, দেখিনি তায়,
মন বলে, প্রিয়তম ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

২৩

ভজন

ভীমপলশ্রী – কার্ফা

দোলে নিভি নব রূপের ঢেউ-পাথার
ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে।
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ –
সম্ভার তোমারি নয়নে ॥

তুমি পলকে ধর নাথ সংহার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিদান পরমেশ,
নাথ ভরা যেন বিষ অমৃতের ভাণ্ডার
তোমার দুই নয়নে ॥

ওগো মহা-শিশু, তব খেলা-ঘরে
এ কি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমিই হে নাথ,
সংসার তোমারি নয়নে ॥

তুমি নিমেষে রচি' নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি,
করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন-সঞ্চার
তোমারি নয়নে ॥

তুমি ব্যাপক বিশ্ব চরাচরে
জড় জীব জন্তু নারী নরে,
কর কমল-লোচন, তোমার রূপ বিস্তার হে
আমার নয়নে ॥

২৪

পিলু – কার্ফা

এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে।
মেলিয়া পাখা নীল গগনে ॥

একা কিশোরী লাজ বিসরি'
তোমারে স্মরি সঙ্গোপনে,
এস গোধূলির রাঙা লগনে ॥

পাতার আসন শাখায় পাতা,
বালিকা কলির মালিকা গাঁথা,
দিনু গন্ধ-লিপি ভোর পবনে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

২৫

ভজন

মেঘ – তেতালা

হে বিধাতা।
দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে,
কাঁদায়ে জননী-প্রায় কোলে কর পুনরায়
শান্তি-দাতা,
হে বিধাতা ॥

ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ-দিনে তোমারে
স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে,
দুঃখের মাঝে তাই হে প্রভু তোমারে পাই
দুঃখ-ত্রাতা,
হে বিধাতা ॥

দারা-সুত-পরিজন-রূপে প্রভু অনুখণ,
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন ;
তুমি যবে চাহ মোরে লও হে তাদের হ'রে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়া-ডোরে ক্রোড়ে ধর আপন।

ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে নারায়ণ
নির্মম[১৮] হয়ে তার পিতারও হর জীবন,
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তব বুকে হায়
আসন পাতা।
হে বিধাতা ॥

ভীমপলশ্রী মিশ্র — দাদ্‌রা

পাষাণের ভাঙালে ঘুম
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়।
গলিয়া সুরের তুষার
গীতি-নির্ঝর বয়ে যায়॥

উদাসীন বিবাগী মন
যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জনমের কাঁদন
ও-পায়ে লুটাতে চায়॥

তোমার চরণ-ছন্দে মোর
মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
তোমার বেণীর বন্ধে গো
মরিতে চায় সুরের বকুল।
চমকে ওঠে মোর গগন
ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায়॥

হাম্বীর — তেতালা

ব'লো না ব'লো না ওলো সই
আর সে কথা।
তোমরা চপল-মতি
ফিরে সে যথা তথা॥

তরু কি লতার কাছে
এসে কভু প্রেম যাচে,
তরু বিনা নাহি বাঁচে
অসহায় লতা॥

ভুলিতে যার নাই তুলনা,
সখি তার কথা তুলো না,
প্রাণহীন পাষাণে গড়া
সে যে দেবতা॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

২৮

ইমনকল্যাণ – কাওয়ালী

মরম-কথা গেল সই মরমে ম'রে।
শরম বারণ যেন কিরর চরণ ধ'রে ॥

ছল ক'রে কত শত
সে মম রুধিত পথ,
লাজ-ভয়ে পলায়েছি
সে ফিরেছে ব্যথাহত,
অনাদরে প্রেম-কুসুম গিয়াছে ম'রে ॥

কত যুগ মোর আশে ব'সে ছিল পথ-পাশে,
কত কথা কত গান জানায়েছে ভালোবেসে,
শেষে অভিমানে নিরাশে গিয়াছে স'রে ॥

২৯

ভজন

ভৈরবী – কার্ফা

চল মন আনন্দ-ধাম।
চল মন আনন্দ-ধাম রে
চল আনন্দ-ধাম ॥

লীলা-বিহার প্রেম-লোক,
রাই রে সেথা দুখ শোক,
সেথা বিহরে চির-ব্রজ-বালক
বনশীওয়ালা শ্যাম রে
চল আনন্দ-ধাম ॥

সেথা নাহি মৃত্যু, নাহি ভয়,
নাহি সৃষ্টি, নাহি লয়,
খেলে চির-কিশোর চির-অভয়
সঙ্গীত ওম্ নাম রে
চল আনন্দ-ধাম ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

এস হৃদি-রাস-মন্দিরে এস
হে রাস-বিহারী কালা।
মম নয়নের পাতে রাখিয়াছি গেঁথে
অশ্রু-যূথীর মালা ॥

আমার কাঁদন-যমুনার নদী
ভাটি-টানে শুধু বহে নিরবধি,
তারে বাঁশরীর তানে বহাও উজানে
ভোলাও বিরহ-জ্বালা ॥

আমি ত্যজিয়াছি কবে লাজ মান কুল
বহি' কলঙ্ক এসেছি গোকুল,
আমি ভুলিয়াছি ঘর শ্যাম নটবর
কর মোরে ব্রজ-বালা ॥

আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
তবে ঐ চরণে শরণ দিও ॥

আমায় ছিল যারা আড়াল ক'রে
হরি তুমি নিলে তাদের হ'রে,
ছিল প্রিয় যারা গেল তারা
হরি এবার তুমিই হও হে প্রিয় ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৩২

পাহাড়ী — তেতালা

যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলী সখি বাজিল।
মাধব নিকুঞ্জ-চারী শ্যাম বুঝি আসে —
কদম্ব তমাল নব পল্লবে সাজিল ॥

ময়ূর তমাল-তলে পেখম খোলে,
ব্যাকুলা গোপ-বালা শুনিয়া সে তান,
যুগ যুগ ধরি' যেন শ্যাম
বাঁশরী বাজায় গো,
বাঁশীতে শ্যাম মোরে যাচিল ॥

৩৩

বাগেশ্রী-সিন্ধু — কাহারবা

কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু
হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম।
বিটপী লতায় চিকণ পাতায়,
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম ॥

পূজার থালা এ অর্ঘ্য-ডালা
এনেছি দিতে তোমার পায়,
দেহ শুভ বর কুসুম-সুন্দর
হউক নিখিল নয়নাভিরাম ॥

এ বিশ্ব বিপুল কুসুম-দেউল
হউক তোমার ফুল-কিশোর !
মুরলী করে - এস গোলক-বিহারী
হউক ভূলোক আনন্দ-ধাম ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৩৪

ভজন

পাহাড়ী – কার্ফা

কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
সে যে রে তোরি মাঝারে রয়,
চেয়ে দেখ্ সে তোরি মাঝারে রয়,
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস্ যারে পাহাড় জঙ্গলময়
সে যে রে তোরি মাঝে রয় ॥

আঁখি খোল্ ইচ্ছা-অন্ধের দল
নিজেরে দেখ্ রে আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে
নিরাকার তাঁহার পরিচয় ॥

ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন
রহে রে বিশ্ব চরাচর,
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশ্‌তে স্বর্গে – কোথাও নয় ॥

এই তোর মন্দির মস্‌জিদ
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল্
কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন !
এই তোর মক্কা মদিনা,
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয় ॥

৩৫

সিন্ধু-ভৈরবী – কার্ফা

কেঁদে যায় দখিণ হাওয়া
ফিরে ফুল-বনের গলি।
ফিরে যাও চপল পথিক,
দুলে কয় কুসুম-কলি ॥

ফেলিছে সমীর দীরঘ শ্বাস
আসিবে না আর এ মধু-মাস
কহে ফুল, জনম জনম
এমনি গিয়াছ ছলি ॥

কাঁদে বায়, রজনী-ভোরে
বাসি ফুল পড়িবি ঝ'রে,
কহে ফুল, এমনি ক'রে
আমি ফুল-চোরে রে দলি ॥

কাঁদে বায়, নিদাঘ আসে
আমি যাই সুদূর বাসে,
ফু'টে ফুল হাসিয়া ভাষে –
প্রিয়তম যেয়ো না চলি ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

খাম্বাজ মিশ্র — কার্ফা

মেরো না আমারে আর নয়ন-বাণে[১৮]।
কি জ্বালা ব্যাধের বাণে[১৯]
বনের হরিণই জানে ॥

একে এ পরাণ দহে
মন্দির ও-আঁখির মোহে
চাহনির যাদু মাখা তায়।
জ্বলিছে আলেয়া-শিখা
নয়ন-জলের মরীচিকা
পিয়াসী পথিক ছোটে হায়
তাহারি টানে ॥

তব রূপের সায়রে ও-নয়ন
শাপ্‌লা সুঁদির ফুল,
তুলিতে গিয়া ডুবিল
শত সে পথিক বেভুল।

সুন্দর ফণীর শিরে
ও যেন যুগল মণি,
যে গেল সে মণির মায়ায়,
তারে দংশিল অমনি।

শত সে হৃদয়-নদী
কেঁদে যায় নিরবধি,
সাগর-ডাগর ও-আঁখির পানে ॥

বেহাগ খাম্বাজ — দাদ্‌রা

হেলে দু'লে নীর ভরণে ও কে যায়।
ছল ক'রে কলসী নাচায় (কিশোরী) ॥

দুলে দোদুলল্‌ তনু-লতা[২০], বাহু দোলে,
দুলে অঞ্চল চঞ্চল বায়।
দুলে বেণী, দুলে চাবি আঁচলায় ॥

নাচে জল-তরঙ্গে তটিনী[২১] রঙ্গে
জলদ্‌ দাদ্‌রা বাজায়।
মম পরাণ নূপুর হ'তে চায় (তার পায়) ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৩৮

জংলা — দাদ্‌রা

বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলী
যূথী বেলি।
এস এস কুসুম-সুকুমার
শীতের মায়া-কুহেলি অবহেলি' ॥

পরাণে দেয় দোলা দেয় দোলা দেয় দোলা
উতল দখিণা হাওয়া,
কোকিল কুহরে কুহু কুহু স্বরে,
মদির স্বপন-ছাওয়া।
হাসে গীত-চঞ্চল জোছ্‌না-উজল
মাধবী রাতে,
এস এস যৌবন-সাথী
ফুল-কিশোর, হে চিতচোর, দেবতা মোর !
মম লাজ অবগুণ্ঠন[১১] ঠেলি' ॥

৩৯

চাষাণীর গান

ঝুমুর — কার্ফা

ও দুঃখের বন্ধু রে, ছেড়ে কোথায় গেলি।
ছেড়ে কোথায় গেলি রে বন্ধু, এক্‌লা ঘরে ফেলি ॥

আমায় গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
আমি ভুলতে তবু নারি তোরে রে,
আমি লবণ দিতে পান্তা ভাতে হলুদ দিয়ে ফেলি ॥

তোর লাঙল তোর কাঁধে নিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াই মাঠে গিয়ে,
আমার চোখের জলে মাঠ ভেসে যায়
তুই তবু কই এলি ॥

তেল মেখে কি গায়ে তোরা
পিরীতি করিস্‌ মনোচোরা,
ধরিতে কি না ধরিতে
যাস্‌ রে পিছলি' ॥

৪০

চাষার গান

বাউল — কার্ফা

আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
চল্‌ছি উ'ড়ে প্রাণ সই।
ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ঝড়-বাতাসে
পড়ব কোথায় কেম্‌নে কই ॥

তোর থেকে লো চ'লে এসে
আমার বুকের পাঁজ্‌রা গেছে খসে,
সেই ভাঙা বুকের খাপ্‌রা ভ'রে
কুল্‌ কাঠেরি আগুন বই ॥

কাঁদিয়ে তোরে ও প্রেয়সী,
তোরও চেয়ে কাঁদছি বেশী,
আমার পাকা ধানের ক্ষেতে আমি
আপন হাতে দিলাম মই ॥

তোর কাঁদনের গাঙের তীরে
আমি নৌকা বেয়ে আস্‌ব ফিরে,
তুই ভেজে রাখিস দুখের তাতে
মন-আখাতে প্রেমের খই ॥

৪১

ডুয়েট-গান

পুরুষ ॥ তুমি ফুল আমি সুতো গাঁথিব মালা।
স্ত্রী ॥ তাহে মোরেই সহিতে হবে সূচীর জ্বালা ॥

পু ॥ দুলিবে গলে মোর বুকের 'পরে,
স্ত্রী ॥ ফেলে দিবে বাসি হলে নিশি-ভোরে,
আমি বন-কুসুম ঝরি বনে নিরালা ॥

পু ॥ তব কুঞ্জ-গলি
আসে দখিণ হাওয়া,
আসে চপল অলি।
স্ত্রী ॥ তারা রূপ-পিয়াসী
তারা ছিঁড়ে না কলি।
তারা বনের বাহিরে মোরে নেবে না কালা ॥

পু ॥ তবে চলিয়া যাই আমি নিরাশা লয়ে,
স্ত্রী ॥ না, না, থাক বুকে শিশির হয়ে,
তব প্রেমে করিব আমি বন উজালা ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

পুরুষ ॥ মন নিয়ে আমি লুকোচুরি-খেলা খেলি প্রিয়ে।
স্ত্রী ॥ ধরিতে পারি না পেতে তাই প্রেম-ফাঁদ
আমি মেঘ তুমি চাঁদ, ফের গো কাঁদিয়ে ॥

পু ॥ মন্দ বায় আমি গন্ধ লুটি শুধু
চাইনে আমি সে মধু,
স্ত্রী ॥ চাইনে চাইনে, বঁধু[২৩] !
তাহে নাই সুখ নাই,
আমি পরশ যে চাই।
পু ॥ স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি
মন ভুলিয়ে ॥

উভয়ে ॥ চল তবে যাই মোরা স্বপ্নের দেশে
জোছনায় ভেসে
নন্দন-পারিজাত ফুল ফুটিয়ে ॥

উভয়ে ॥ ভালোবাসায় বাঁধব বাসা
আমরা দু'টি[২৪] মাণিক-জোড়।
থাকব বাঁধা পাখায় পাখায়
মাখামাখি প্রেম-বিভোর ॥

পু ॥ আমার বুকে যত মধু
স্ত্রী ॥ আমার বুকে ঢালবে বঁধু[২৫] !
পু ॥ আমি কাঁদব যখন দুখে
স্ত্রী ॥ আমি মুছাব সে নয়ন-লোর ॥

পু ॥ আমি যদি কভু মনের ভুলে,
তোমায় প্রিয়া থাকি ভুলে,
স্ত্রী ॥ আমি রইব তাতেই
ফুলের মালায় লুকিয়ে
যেমন থাকে ডোর ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

মোর মন ছু'টে যায় দ্বাপর যুগে
দূর দ্বারকায় বৃন্দাবনে।
মোর মন হ'তে চায় ব্রজের রাখাল
খেলতে রাখাল-রাজার সনে ॥

রূপ ধরে না বিশ্বে যাহার
দেখ্‌তে যায় সাধ কিশোর-রূপ তার,
কেমন মানায় নরের রূপে
অনন্ত সেই নারায়ণে ॥

সাজ্‌ত কেমন শিখী-পাখা
বাজ্‌ত কেমন নূপুর পায়ে,
থির কেমন থাক্‌ত ধরা
নাচ্‌ত যখন তমাল-ছায়ে।
মা যশোদা বাঁধ্‌ত যখন
কাঁদ্‌ত ভগবান কেমনে ॥

বাজাত সে বেণু যখন
উঠ্‌ত না কি বিশ্ব কেঁপে,
ছড়িয়ে যেত সে সুর কোথায়
আকাশ গ্রহ তারা ছেপে।
রাধার সনে ছুট্‌ত না কি
পাগল নিখিল বাঁশীর স্বনে ॥

তা'রে সাজ্‌ত কেমন বন-মালায়
বিশ্ব যাহার অর্ঘ্য সাজায় ;
যোগী-ঋষি পায় না ধ্যানে
গোপ-বালা কেমনে পায়।
তেম্‌নি ক'রে কালার প্রেমে
সব খোয়াব এই জীবনে ॥

চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কা'ল সে ভিক্ষা চায় ॥

অবতার শ্রীরাম যে জানকীর পতি
তারো হ'ল বনবাস রাবণ-করে দুর্গতি।
আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হায় ॥

স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান,
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান।
পুত্র তার হ'ল হত যদুপতি যার সহায় ॥

মহারাজ শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজ্যদান ক'রে শেষ
শ্মশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল বেশ।
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন, ললাট-লেখা কে খণ্ডায় ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

দেখে যা তোরা নদীয়ায়।
গোরার রূপে এল ব্রজের শ্যামরায় ॥

মুখে হরি হরি ব'লে
হে'লে দু'লে নেচে চলে,
নরনারী প্রেমে গ'লে
ঢ'লে পড়ে রাঙা পায় ॥

ব্রজে নূপুর পরি' নাচিত এমনি হরি,
কুল ভুলিয়া সবে ছুটিত, এমনি করি'।
শচী মাতার রূপে কাঁদে মা যশোদা,
বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে কাঁদে কিশোরী রাধা।
মরে নিমাই নিতাই, ও যে কানাই বলাই,
শ্রীদাম-সুদাম এলো জগাই-মাধাই এ হায় ॥

অসি নাই বাঁশী নাই, এবার শূন্য হাতে
এসেছে ভুবন ভুলাতে।
লীলা-পাগল এল প্রেমে মাতাতে,
ডুবু ডুবু নদীয়া, বিশ্ব ভাসিয়া যায় ॥

কালা এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা।
আমি দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব কত তোমার ছলাকলা ॥

আমি জল নিতে যাই যমুনাতে
তুমি বাজাও বাঁশী হে,
মনের ভুলে কলস ফেলে
তোমার কাছে আসি হে,
শ্যাম দিন-দুপুরে গোকুলপুরে দায় হ'ল যে চলা ॥

আমার চারিদিকেতে ননদ শ্বশুর দু'কূল রাখা ভার,
আমি সইব কত আর,
ওরা লুকিয়ে হাসে দেখে মোদের
গোপন লীলার ছলা ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

জবাকুসুম-সঙ্কাশ
ঐ উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয়
জয় হে জ্যোতির্ময়[২৭] ॥

জননীর সম স্নেহ-সজল
নীল গাঢ় গগন-তল,
সুপেয় বারি প্রসূন[২৮] ফল
তব দান অক্ষয়।
অপহৃত সংশয়
জয় হে জ্যোতির্ময় ॥

মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোঠ-চারী
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি।
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি হে,
পাপ-তাপ-দুখ-হারী ॥

কালরূপ কভু দৈত্য-নিধনে,
চিকণ কালা কভু বিহর বনে,
কভু বাজাও বেণু, খেল ধেনু সনে,
কভু বামে রাধা-প্যারী,
গোপ-নারী-মনোহারি,
নিকুঞ্জ-লীলা-বিহারী ॥

কুরুক্ষেত্র-রণে পাণ্ডব-মিতা,
কণ্ঠে অভয় বাণী ভগবদ্-গীতা,
হে পূর্ণ ভগবান পরম পিতা,
শঙ্খ-চক্র-গদাধারী,
পাপ-তারী, কাণ্ডারী
ত্রিভুবন সৃজনকারী ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৫০

আশাবরী – দাদরা

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক,
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন ॥

পাগ্‌লী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাইকো শেষ।

সিন্ধুতে ঐ বিন্দুখানিক
তার ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মানিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ্‌-বসন ॥

৫১

সিন্ধু-কাফি – যৎ

শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
(তাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস ধেয়ে।
তুই কোন্ দুখে এই ভেক নিলি মা
থাকতে নিখিল ছেলে-মেয়ে ॥

হেম কৈলাসে তোর আগুন জ্বালি'
গৌরী মেয়ে সাজলি কালি,
তুই অন্নপূর্ণা নাম ভুলিলি
ভূতনাথের সঙ্গ পেয়ে ॥

ডুগ্‌ডুগি ঐ বাজায় মহেশ
ক্ষ্যাপা বেটা গাঁজা খেয়ে,
তাই দেখে তুই চণ্ডী সেজে
ক্ষেপে গেলি হাবা মেয়ে ॥

রাজার মেয়ের এ কি খেয়াল
মেরে বেড়াস অসুর-শেয়াল,
তুই দানব ধরে বাঁদর নাচাস্
কাজ নাই তোর খেয়ে-দেয়ে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।
জয় বিশ্ব-লোক-বিহারিণী ॥

সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্র দল কিরণ বিথারি'
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি'
মানস-মরাল-বাহিনী ॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি'
ছিন্ন-চরণ শতদলরাজি
কহিছে বিষাদ-কাহিনী ॥

উঠ মা আবার কমলাসীনা
করে ধর পুনঃ সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী দীনাহীনা
জাগাও অমৃত-ভাষিণী ॥

রোদনে তোর বোধন বাজে
আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী।
আমরা যে তোর মানব-ছেলে
আমরা ত মা দানব নই ॥

তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে'
তাই পা রেখেছিস শিবের 'পরে,
স্বামীকে তুই মা চিন্‌তে নারিস্
চিন্‌বি ছেলেয় কেম্‌নে কই ॥

তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ,
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ !
তুই সব খেয়েছিস সকল-খাগী,
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি —
তোর আপন ছেলের মাথা খা তুই
মোরাও দুঃখ-মুক্ত হই ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই নিবিড় ক'রে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি ॥

আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি
সুখ নেব বক্ষে তুলি',
আমি করব দুখের অবসান আজ
সকল দুঃখ বরি'।
আমি ভয় করি কি হরি ॥

তুমি ভু'লে দিয়ে সুখের দেয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর
সকল শূন্য ভরি'।
আমি ভয় করি কি হরি ॥

ওহে রাখাল-রাজ! কি সাজে
সাজালে আমায় আজ।
আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে
দিলে চির-পথিক সাজ ॥

তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে
ঘোরাও পথে ঘাটে নিয়ে
বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হে,
তোমার ভুবন-নাটে নেচে বেড়াই
ভু'লে সরম ভরম লাজ ॥

তোমার নিত্য খেলার নৃত্য-সাথী
আনন্দেরি গোঠে হে,
জীবন মরণ আমার সহজ
চরণ-তলে লোটে হে !

আমার হাতে দিলে সর্ব্বনাশী
ঘর ভুলানো তোমার বাঁশী
কাজ ভুলাতে যখন তখন আসি হে,
আমার আপন ভবন কেড়ে, দিলে
ছেড়ে বিশ্ব ভুবন মাঝে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৫৬

ভীমপলশ্রী – মধ্যমান

ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু
তুমি যোগ শিখাইতে এলে।
কানন-পথে শ্যাম যে প্রেম-বাণী
মধুকর-করে পাঠালে,
হে গুরু, কি যোগ আমি শিখিব তা ফে'লে।
তুমি যোগ শিখাইতে এলে ॥

৫৭

বাগেশ্রী – একতালা

আর লুকাবি কোথায় মা কালি।
আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার ক'রে
তোর রূপে মা সব ডুবালি ॥

আমার সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে
বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি',
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি ॥

আমি পূজা ক'রে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের[৯] ব্যথায় আসন পাতা
ব'স্ মা সেথা দুখ্-দুলালী ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

বাউল – লোফা

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ ॥

সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি বক্ষে ধরি
কভু তারে বিলাই স্নেহ ॥

ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
(তার) মোর সাথে মিলন বিরহ ॥

সে আমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি
চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে
কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

কীর্তন – ভাঙা

ওমা ফিরে এলে কানাই মোদের
এবার ছেড়ে দিস্‌নে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে
বাঁধব সে ননী-চোরায় ॥

তারে তুই যখন মা রাখ্‌তিস বেঁধে,
ছাড়ায়েছি কেঁদে কেঁদে,
তখন জানত কে, যে, খুললে বাঁধন
পালিয়ে যাবে মথুরায় ॥

এবার আমরা এসে ডাকলে শ্যামে
গোঠে যেতে দিস্‌নে তায়।
ঐ পথে অক্রূর মুনির সাথে
পালিয়ে যাবে শ্যামরায় ॥

মোরা কেউ যাব না বনে মা আর
খেল্‌ব তোর এই আঙিনায়,
শুধু খেলব লুকোচুরি লো
আগ্‌লাতে চোরের রাজায় ॥

বাউল – কার্ফা

পথে   পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশী ।
হ'ল   বিশ্ব-রাধা ঐ সুরে উদাসী ॥

শুনে   ঐ রাখালের বেণু
ছুটে   আসে আলোক-ধেনু,
ঐ   নীল গগনে রাঙা মেঘে
ওড়ে গোখুর-রেণু,
আসে   শ্যাম-পিয়ারী গোপ-ঝিয়ারি
গ্রহ-তারার রাশি ॥

সেই   বাঁশীর অন্বেষণে
যত   মন-বধূ ধায় বনে,
তাদের প্রেম-যমুনায় বান ডেকে যায়
কূল খোয়ায় গোপনে ।
তারা   রাস-দেউলে রসের
বাউল আনন্দ-ব্রজবাসী ॥

ভজন

("আরে দাতা শোন্" সুর)

ও মন   চল অকূল পানে
মাতি   হরিপ্রেম-গুণগানে ।
নদী   যেমন ধায় অকূলে
কূল যত তায় টানে ॥

তুই   কোন্ পাহাড়ে ঠেক্‌লি এসে
কোন্ পাথারের জল,
হরির প্রেমে গেলে এবার
সেই অসীমে চল্,
তুই   স্রোতের বেগে দুল্‌বি রে
কূল বাধা যদি হানে ॥

কুলু   কুল কুলুকুলু হরিগুণ-গান
গাইবি অবিরল,
আর   দুই কূলে প্রেম-ফুল ফুটায়ে
কর্‌বি রে শ্যামল,
যত   তাপিত প্রাণ হবে শীতল
তোর জলে সিনানে ॥

এ   পারের সব যাত্রী যাবে
তোর বুকে ওপারে,
তোর   কূলে শ্যাম বাজিয়ে বাঁশী
আস্‌বে অভিসারে,
তুই   শ্যামের ছবি ধর্‌বি বুকে
মাত্‌বি প্রেম-তুফানে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৬২

মান্দ্ – কার্ফা

এস মুরলীধারী বৃন্দাবন-চারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম।
তেমনি যমুনা বিগলিত-করুণা,[৩১]
কুলু কুলু কুলু স্বরে ডাকে অবিরাম ॥

কোথায় গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ
চাহিয়া পথ-পানে ধরণী সতৃষ্ণ,
ডাকে মা যশোদায় নীলমণি
আয় আয় ডেকে যায় নন্দ শ্রীদাম ॥

ডাকে প্রেম-সাধিকা আজো শত রাধিকা
গোপ-কোঙারি,
এস নওল-কিশোর কুল-লাজ-মান-চোর
ব্রজ-বিহারী !
পরি' সেই পীতধরা, সেই বাঁকা শিখী-চূড়া
বাজায়ে বেণু,
আরবার এস গোঠে, খেল সেই ছায়া-বটে,
চরাও ধেনু।
কদম্ব তমাল-ছায়ে এস নূপুর পায়ে
ললিত বঙ্কিম ঠাম ॥

৬৩

খাম্বাজ – কাওয়ালি

নূপুর মধুর রুণুঝুণু বোলে
মন-গোকুলে রুণুঝুণু বোলে ॥

কূলের বাঁধন টুটে
যমুনা উথলি উঠে,
পুলকে কদম ফুটে,
পেখম খোলে
শিখী পেখম খোলে ॥
ব্রজনারী কুল ভু'লে
লুটায় সে পদ-মূলে,
চোখে জল বুকে
প্রেম-তরঙ্গ দোলে ॥

শ্রীমতী রাধার সাথে
বিশ্ব ছুটিছে পথে,
হরি হরি ব'লে মাতে
ত্রিভুবন ভোলে ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৬৪

বেহাগ – একতালা

হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ চরণে-শরণ দাও হে।
বিফল জনম কাটিল কাঁদিয়া, শান্তি নাহি কোথাও হে ॥

জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়,
দুপুর ফুরাল মোহের মেলায়,
ডাকিব যে নাথ সন্ধ্যা-বেলায়
ডাকিতে পারিনি তাও হে ॥

এসেছি দুঃখ-জীর্ণ পথিক মৃত্যু-গহন রাতে
কিছু নাই প্রভু সম্বল, শুধু জল আছে আঁখি-পাতে ;
সন্তান তব বিপথগামী
ফিরিয়া এসেছে হে জীবন-স্বামী,
পাপী তাপী তবু সন্তান আমি
ধুলা মু'ছে কোলে নাও হে ॥

৬৫

কীর্তন – ভাঙা

ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
আর কতকাল র'বি মথুরায় ;
তোর শ্যামলী ধবলী কাঁদে তৃণ ফেলি,
বারে বারে পথে ফিরে চায় ॥

রাখাল-সাথীরে ফেলি' কোথা আজ
রাজা পেয়েছ, হে রাখাল-রাজ !
তোর ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে যারে আসি'
মোরা আঁখি-জলে ভাসি দেখে তায় ॥

তুই শিখী-পাখা ফেলে মুকুট মাথায়
দিয়েছিস্ নাকি, শুনে হাসি পায় !
তুই পীত-ধড়া ছেড়ে রাজ-বেশে ভাই
সেজেছিস নাকি, মোদের কানাই !
তুই অসি ফেলে নেচে আয় হেলে দুলে,
নূপুর পরিয়া রাঙা পায়।
ফিরে আয় ননী-চোর ব্রজের কিশোর
মা ব'লে ডাক যশোদায় ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার
আসিলে কি এতদিনে ?
বাজালে দুপুরে বিদায়-পূরবী*
আমার জীবন-বীণে ।
ভয় নাই রানী, রেখে গেনু শুধু
চোখের জলের লেখা,
রাতের এ লেখা শুকাবে প্রভাতে,
চলে যাব আমি একা !
* * *
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,
ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ ?

রাখ রাখ রাঙা পায়
হে শ্যামরায় !
ভু'লে গৃহ স্বজন সবই সঁপেছি তোমায় ॥

সংসার মরু ঘোর, নাহি তরু ছায়া,
নব নীরদ শ্যাম আনো মেঘ-মায়া,
আনন্দ-নীপবনে নন্দ-দুলাল এস
বহাও উজান হরি অশ্রুর যমুনায় ॥

একা জীবন মোর গহন বন ঘোর
এস এ বনে বনমালী গোপ-কিশোর,
কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোক-তমাল-ছায় ।
প্রেম-প্রীতির গোপী-চন্দন শুকায়ে যায় ॥

দারা সুত প্রিয়জন, হরি হে নাহি চাই,
পদ্ম-পলাশ-আঁখি যদি দেখিতে পাই ।
রাখাল-রাজা এস, এস হে হৃষিকেশ,
গোকুলে লহ ডাকি' অকূলে ভাসি, হায় ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৬৮

কীর্তন – মিশ্র

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হে হরি।
তুমি ব্রজের বালারে রাই কিশোরীরে
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি' ॥

হরি বাজায়ো বাঁশরী সেই সাথে,
যে বাঁশী শুনিয়া ধেনু গোঠে যেত
উজান বহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শু'নে ময়ূর নাচিত
এস হে সেই নূপুর পরি' ॥

নন্দ-যশোদা কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিতে, ক্ষীর ননী খেতে,
এস সেই রূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত-বসনে কদম-তলায় নাচিতে
এস সে বাস পরি' ॥

কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি
এস সেইরূপে এ ধরাধাম।
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি' ॥

৬৯

ভৈরবী – দাদ্‌রা

হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি' গত নিশি।
নিশি-শেষে চাঁদ – পূর্ণিমা চাঁদ –
গেলে মিশি',
গত নিশি ॥

নয়ন মুদি' কুমুদী ঐ –
কাঁদে প্রিয় কই,
পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ,
দশ দিশি।
গত নিশি ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

৭০

ভজন

ভৈরবী – কাওয়ালি

রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন-পতি
তব পদে মতি (রাখ)।
আঁখির আগে যেন সদা জাগে
তব ধ্রুব জ্যোতি ॥

সংসার মরু-মাঝে তুমি মেঘ-মায়া,
বিষাদ-শোক-তাপে তুমি তরু-ছায়া,
সান্ত্বনা-দাতা তুমি দুঃখ-ত্রাতা
অগতির গতি ॥

দোলে কালো নিশার কোলে
আলো-ঊষসী,
তিমির-তলে তব তিলক জ্বলে
ঐ পূর্ণ শশী।
ঝঞ্ঝার মাঝে তব বিষাণ বাজে,
সহসা ঢলি' পড়' বনে ফুল-সাজে,
কোমলে কঠোরে হে প্রভু বিরাজে
(তব) মহিমা শকতি ॥

৭১

দুর্গা – দাদ্‌রা

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল-বারতা ॥

তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
লীলা-সাথী রয় নিশিদিন,
বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন
তরু ও লতা ॥

বাংলাইন্টারনেট.কম

= THE END =

visit our huge collection @ banglainternet.com